JAN ?? 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

সরকারী মেডিক্যালে ভর্তি ॥ প্রার্থী গতবারের চেয়ে সাড়ে চার হাজার কম

মুনতাসির মারুফ ॥ সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এ বছর মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় গতবারের চেয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার কম ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে। সেশনজট, দীর্ঘসূত্রতা, ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কয়েকটি বেসরকারী মেডিক্যালের ভাল ফল এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার প্রতি আকর্ষণই সরকারী মেডিক্যালের প্রতি এই অনাগ্রহের কারণ।

১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে মুক্তিযোদ্ধা-সন্তান কোটার ৪০ আসন ও উপজাতি কোটার ১৬ আসন মিলিয়ে সর্বমোট আসন ১৫০৬টি। এর বিপরীতে আবেদনপত্র জমা পড়েছে ১৩,৭২১ ছাত্রছাত্রীর। এর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৩৫৬০টি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ২৫৭৬টি, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ১২৪৬টি, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ১০১২টি, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ১১৮৮টি, সিলেট মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৩৮৫টি, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৪৩১টি, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৯৩৬টি, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৮১১টি, বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৪৮৮টি, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ২০৩টি, দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ২৮২টি এবং কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে ৬০৩টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। শুক্রবার এই ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

গতবার সরকারী মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৮২৩১ ছাত্রছাত্রী– যা এবারের জমাকৃত আবেদনপত্রের চেয়ে ৪৫১০ বেশি। ১৯৯৮-৯৯ সালের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল বিশ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। সরকারী মেডিক্যালের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে যাওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বেশিরভাগ সরকারী মেডিক্যালে বিদ্যমান সেশনজট এবং ফলশ্রুতিতে পড়াশোনায় দীর্ঘসূত্রতা, ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত কারণে যে কোন সময় কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতিই এই বিমুখতার অন্যতম কারণ। প্রকৌশল শিক্ষা বিশেষত কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহও বাড়ছে। খরচ বেশি হলেও কিছু কিছু বেসরকারী মেডিক্যালে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সম্পন্ন হওয়ার এবং ভাল ফলের নিশ্চয়তা থাকায় অনেকে সেদিকে ঝুঁকছে। তার ওপর এবার বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। গত অক্টোবরেই বুয়েট ও ঢাঃবিঃতে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। মেডিক্যাল শিক্ষা উপ-পরিচালক মীর সাইদুল হক জানান, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আগে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াই এবার মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী হ্রাসের কারণ বলে তাঁরা মনে করেন। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন মেডিক্যালে বিদ্যমান সেশনজটের কারণে ভর্তি পরীক্ষা আরও আগে নেয়া সম্ভব হয়নি; তবু গতবারের চেয়ে এক মাস আগে এবার মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। আগামীতে সেশনজট কমিয়ে ভর্তি পরীক্ষা এগিয়ে আনার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।